ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আবারও হুমকির মুখে সালমান

পৃঃ ৫

সাদা বলের খেলা থেকে বিরতি নিচ্ছেন কোহলি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩২৯ ● কলকাতা ● ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

মিড ডে মিলের টাকা নিয়ে

তোলাবাজি করে তৃণমূল, সংসদে বকেয়া টাকা চাইতেই সুদীপকে পাল্টা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য বিধানসভায় তোলপাড় করেছে বিজেপি। লাড়ু বিলি হয়েছে। চোর চোর স্লোগানও উঠেছে। অন্যদিকে, সংসদে রাজ্যের পাওনা নিয়ে সরব হয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এমনটি শিক্ষামন্ত্রী এও বলেছেন, মিড মিলের টাকা নিয়ে বাংলার শাসকদল পার্টিবাজি করে।সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের অভিযোগের পাল্টা রাজ্য সরকারকে নিশানা করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি বলেন, সংসদের বরিষ্ঠ সদস্য সুদীপজি কিছু বিষয় তুলেছেন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে। মানরোগা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ক্ষেত্রে বাংলার বিরুদ্ধে অবরোধ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তথ্য সত্যি নয়। এরা ভারত সরকারের কাছ থেকে বাংলার গরিব মানুষের জন্য টাকা নিয়ে যান। সেই টাকা কাটমানি রাখেন, তোলাবাজি করেন। এটাই এই সমস্যার মূল কারণ। দেশের

এরপর ৩ পাতায়

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে জট কেটে গেল?

রাজ্যপালের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

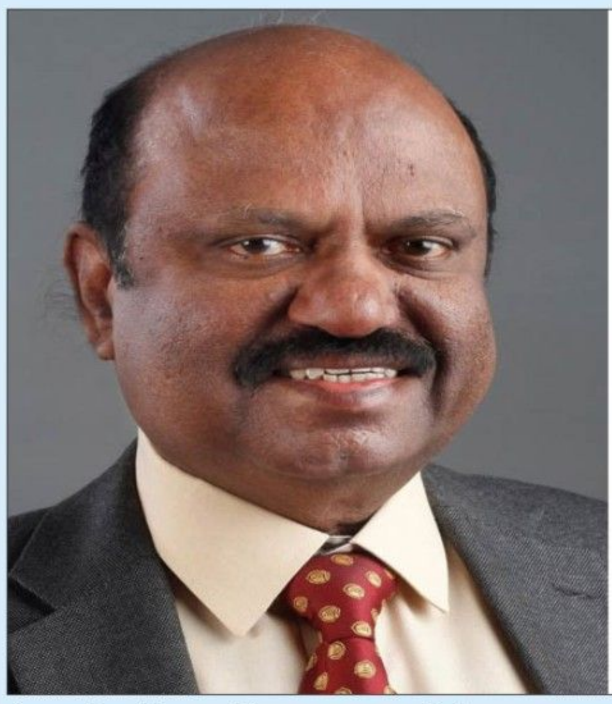

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজভবনে বৈঠক হল বাংলার রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর, জনগণের কাছে এই একজনের নতুন সংযোগ মাত্রা। প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠক শেষে বাইরে বেরিয়ে মমতা বললেন, তিনি বৈঠক নিয়ে সন্তুষ্ট। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে তিনি এবং রাজ্যপাল দু'জনেই ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। কিন্তু দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটি চূড়ান্ত হয়েছে কি?পাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজভবনে বৈঠক হল বাংলার রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর। প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠক শেষে বাইরে বেরিয়ে মমতা বললেন, তিনি বৈঠক নিয়ে সন্তুষ্ট। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে তিনি এবং রাজ্যপাল দু'জনেই ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। কিন্তু দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটি চূড়ান্ত হয়েছে কি?কেটেছে কি উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত জট? এই প্রশ্ন শুনে কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে মাইক সরিয়ে নিলেন মমতা।বরং মমতাই পাল্টা প্রশ্ন করেন উপস্থিত সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে। জানতে চান, এগুলো কি গোপন বিষয় নয়!

(এই খবরটি সবেমাত্র দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত খবরটি কিছু ক্ষণের মধ্যেই আসছে। অপেক্ষা করুন। পাতাটি কিছু ক্ষণ পর পর রিফ্রেশ করুন। আপডেটেড খবরটি আপনি দেখতে পাবেন। অতি দ্রুততার সঙ্গে আপনার কাছে খবর পৌঁছে দেওয়ার সময়েও আমরা খবরের সত্যাসত্য সম্পর্কে সচেতন। সেই জন্যই যে কোনও 'খবর' পাওয়ার পর, তার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবেই আমরা তা প্রকাশ করি। ফেক নিউজ বা ভুয়ো খবরের

এরপর ৩ পাতায়

নবীন-প্রবীণ বিতর্কে

মুখ খুললেন অভিষেক! কংগ্রেসের উদাহরণ দিয়ে দলকেই পরামর্শ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিধানসভা নির্বাচনে এক মাত্র তেলঙ্গানাতেই জয়ের মুখ দেখেছে কংগ্রেস। মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায় ফেরা দূরস্থান, নিজেদের দখলে-থাকা রাজস্থান এবং ছত্তীসগঢ়ও বিজেপির কাছে খুইয়েছে রাহুল গান্ধীর দল। রবিবার বিকেলের পর কংগ্রেসের 'ভূমিকা' নিয়ে বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার অন্দরেও কাটাছেঁড়া চলছে।ইন্ডিয়া'র পরবর্তী বৈঠকে জোটের শরিক দলগুলি কংগ্রেসের কাছে এই বিষয়টি তোলে কি না, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। রবিবার ভোটের প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ্যে আসার সময়েই জানা যায়, আগামী ৬ ডিসেম্বর, বুধবার বিরোধী জোটের বৈঠক ডেকেছে কংগ্রেস। সেই বৈঠকে অভিষেক যোগ দেবেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি ঠিক করবেন। প্রসঙ্গত, রবিবার ভোটের ফলপ্রকাশের পর তৃণমূল নেতাদের একাংশ কংগ্রেসকে 'চড়া সুরে' আক্রমণ করেছিলেন। দলের

এরপর ৩ পাতায়

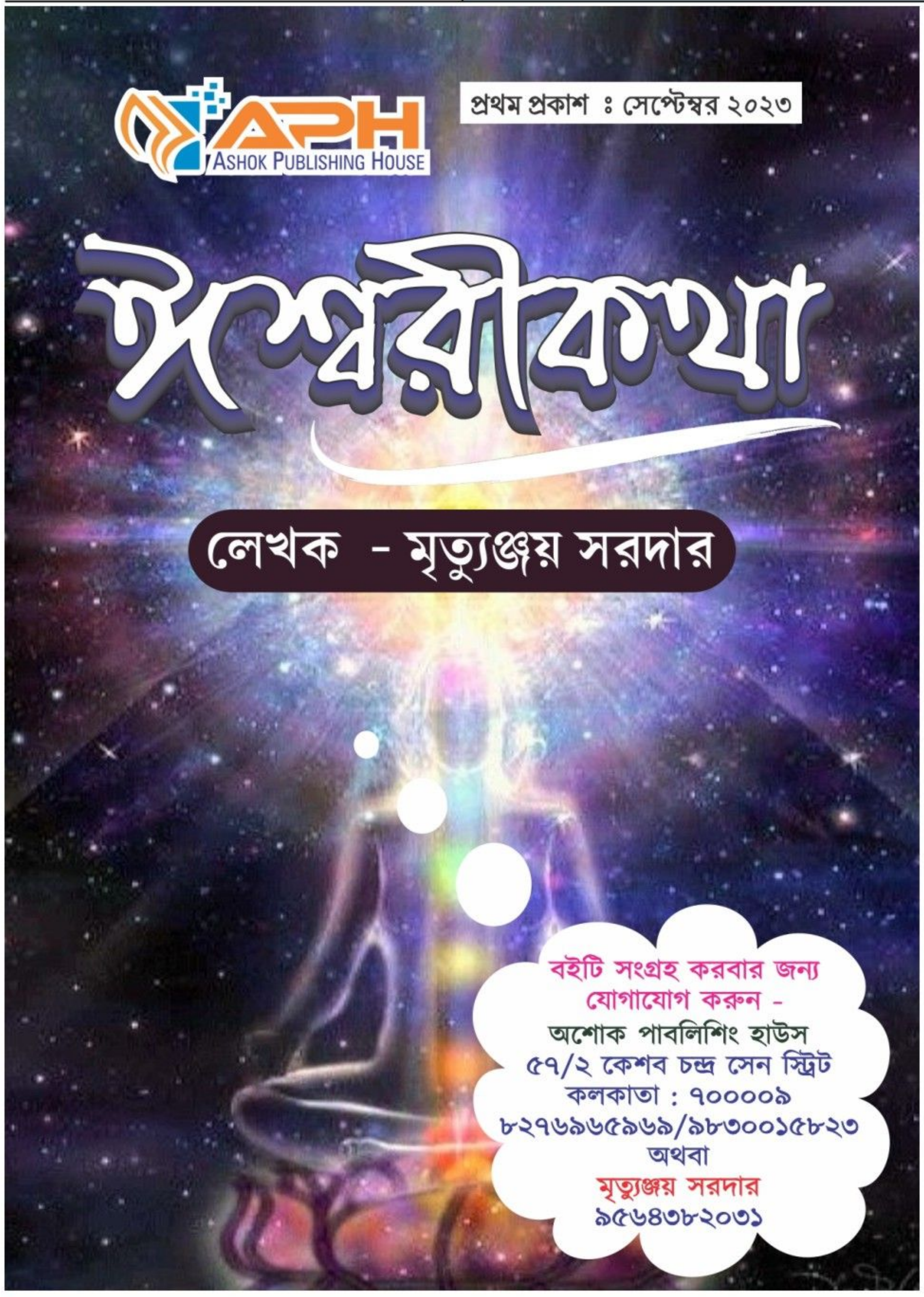

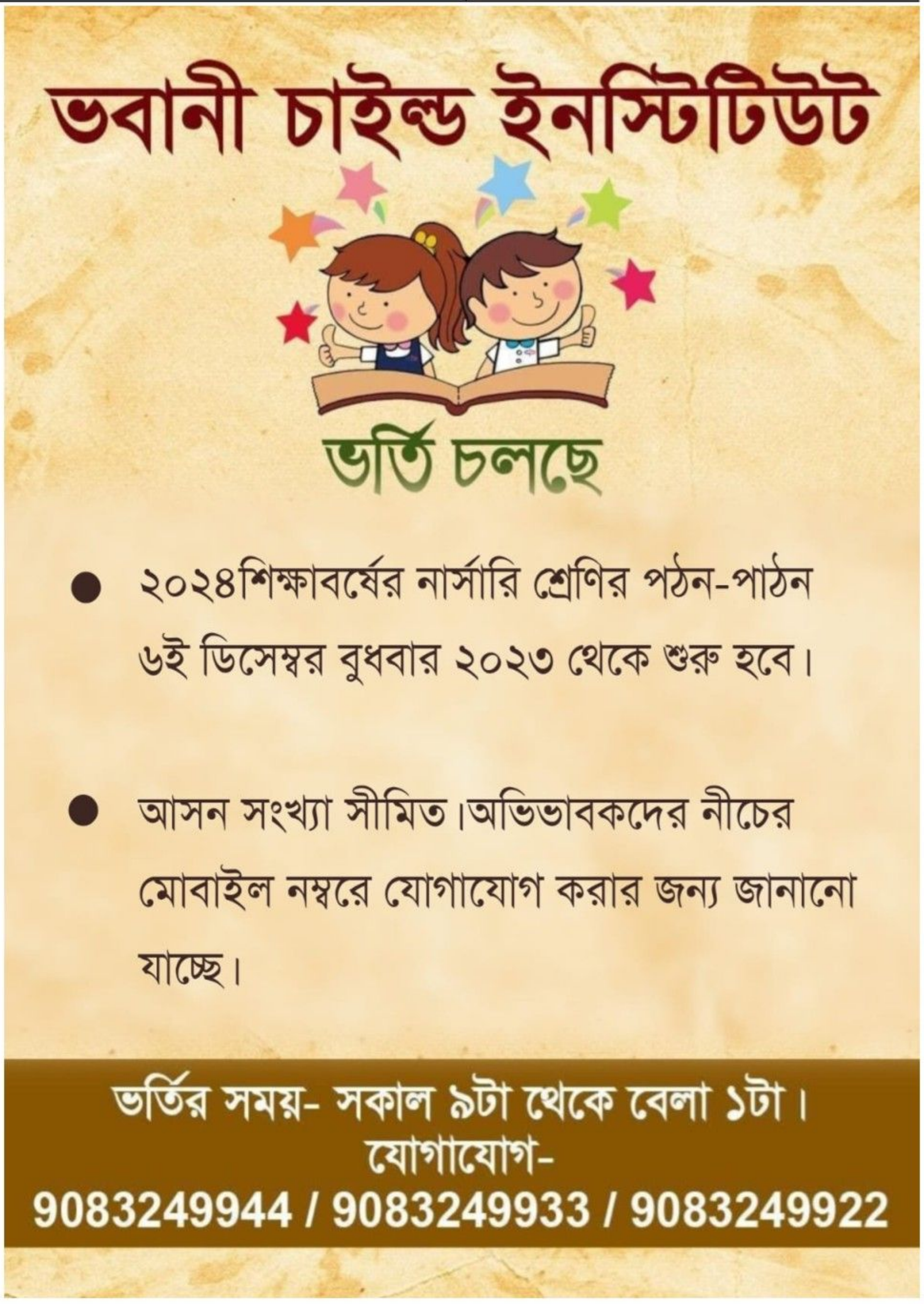

মোদীজির সঙ্গে কথা হয়েছে, দরকারে বাংলায় '১ লক্ষ নিয়োগ হবে', দাবি শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রবিবার চার রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশ হয়েছে। তেলঙ্গনা বাদে বাকি তিন রাজ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে বিজেপি। তিন রাজ্যের জয়ে রবিবার থেকে বাংলাতেও 'গেরুয়া সেলিব্রেশন' শুরু হয়েছে। সোমবার আবার বিধানসভায় লাড্ডু-মিছিল করেছেন বিজেপির বিধায়করা। বিধানসভায় চলছে শীতকালীন অধিবেশন। বিধিভঙ্গের অভিযোগে সম্প্রতি শুভেন্দুকে সাসপেন্ড করেন স্পিকার। তারই প্রতিবাদে এদিন প্রথমে বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা। পরে বাবা সাহেব আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসে পড়েন তাঁরা। রেড রোডের সভায় শুভেন্দু বলেন, 'বিধানসভার ভিতরে আমার সঙ্গে লড়তে পারে না। তাই আমাকে মিথ্যে অভিযোগে সাসপেন্ড করল। গত বছরও এভাবে আমাকে সাড় পাঁচ মাস বাইরে রাখা হয়েছিল। এর হিসাব হবে।'পরে বিকেলে রেড রোডে সভা করে বাংলায় বদলের ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

রেড রোডের সভায় শুভেন্দু এদিন বলেন, 'অপেক্ষা করুন, লোকসভায় বাংলাতেও বিজেপির জয় জয়কার হবে। মোদীজির সঙ্গে কথা হয়েছে, উনি বলেছেন প্রয়োজনে বাংলার জন্য ১ লক্ষ রিক্রুট করব।'

এই যে ১ লক্ষ নিয়োগের কথা বলেছেন শুভেন্দু তা আর তিনি ব্যাখ্যা করেননি। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, হয়তো কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কথা বোঝাতে চেয়েছেন বিরোধী দলনেতা।পঞ্চায়েত ভোটের সময়ে ৮০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। উচ্চ আদালতের ওই নির্দেশের পরেও সময়ের মধ্যে পুরো বাহিনী পাঠাতে পারেনি দিল্লি। ভোটের দিন আবার সব বুথে দেখা যায়নি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। হতে পারে লোকসভা ভোটের জন্য এখন থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়ে রেখেছেন শুভেন্দুরা।

শুভেন্দু এদিন আরও বলেন, 'আর কয়েক মাসের অপেক্ষা। তারপরেই লোকসভা ভোট। শুধু কেষ্ট, বালু, মানিক, পার্থ, অপা নয়, আসল চোরও জেলে যাবে।' দুর্নীতি কাণ্ডে রামপুরহাট-১ সহ বেশ কয়েকজন বিডিওর নামোল্লেখ করে তাঁদেরও জেলবন্দি করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। এদিনের ভাষণে আগাগোড়ায় শুভেন্দুর আক্রমণের নিশানায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মেয়েদের জন্য সৈনিক স্কুল স্থাপন

নয়াদিল্লি, ০৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : পূর্ববর্তী নিয়মানুসারে দেশে ৩৩টি সৈনিক স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে উত্তর প্রদেশের আমেথি, ঝাঁসি ও মৈনপুরীতে স্থাপিত ৩টি সৈনিক স্কুলও রয়েছে। এই স্কুলগুলি সবই সহ-শিক্ষা মাধ্যম। শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য সৈনিক স্কুল স্থাপন করা এতদিন বিবেচ্য ছিল না। পরবর্তীকালে সরকারি - বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দেশে ১০০টি নতুন সৈনিক স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য সৈনিক স্কুল স্থাপনের কোনও বিধিনিষেধ নেই। এর ফলে, উত্তর প্রদেশের মথুরায় সম্বিদ গুরুকুলম উচ্চ শিক্ষা বিদ্যালয়টি কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য সৈনিক স্কুল হিসেবে মঞ্জুরি পেয়েছে।

রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানান প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী অজয় ভাট।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

হার্ডি সান্ধুর সাথে, তাঁর 'ইন মাই ফিলিংস' শীর্ষক সফরে, 'ইম্পিরিয়াল ব্লু সুপারহিট নাইটস' তাঁর গ্রুপের সাথে যোগ দিয়েছে

Kolkata, ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : বিখ্যাত গায়ক ও পারফর্মার, হার্ডি সান্ধু, তাঁর প্রথমবারের ভারত সফর শুরু করার প্রাক্কালে ইম্পিরিয়াল ব্লু সুপারহিট নাইটস-এর সাথে পার্টনারশিপে আবদ্ধ হয়েছেন। এই সফর সারা দেশ জুড়েই মিউজিক ও কালচারের ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ ও অনন্য উৎসবের উদযাপনকে বাস্তব করে তুলবে এবং দেশের সাতটি বিখ্যাত শহর জুড়ে তাঁর প্রোগ্রামের আয়োজন করা হবে। ৯ই ডিসেম্বর হার্ডি তাঁর এই প্রথমবারের সফর শুরু করবেন ইন্দোর থেকে এবং তারপরেই ডিসেম্বরের ১৭ তারিখ মুম্বইতে, ২৪শে ডিসেম্বর কলকাতায়, জয়পুরে ৩১শে ডিসেম্বর এবং পুণেতে ২০শে জানুয়ারি ২০২৪-এ তাঁর প্রোগ্রামের তারিখ চূড়ান্ত করা হয়েছে। ভুবনেশ্বর ও গুরুগ্রামে প্রোগ্রামের তারিখ খুব তাড়াতাড়ি ঘোষণা করা হবে। 'Paytm Insider' থেকে কনসার্ট ট্যুরের টিকিট কেনার জন্য উপলভ্য হবে।

প্রচন্ড উত্তেজনায় ভরা লাইভ মিউজিক অভিজ্ঞতার আয়োজনের ক্ষেত্রে ইম্পিরিয়াল ব্লু সুপারহিট নাইটস-এর অনবদ্য ভূমিকার কথা আমরা সবাই জানি। অনেক বছর ধরেই এই সংস্থা বিখ্যাত মিউজিশিয়ানদের নিজেদের অনুরাগীদের সামনে প্রোগ্রাম করতে সহায়তা করে এবং তার ফলে সারা ভারত জুড়েই অসংখ্য ভক্ত তথা অনুরাগীগণ, নিজেদের জন্য এক অবিস্মরণীয় স্মৃতির পরিসর তৈরি করে নিতে পারেন। লাইভ মিউজিকের বিনোদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সেরা পারফর্ম্যান্স প্রদান করার প্ল্যাটফর্মটির এই ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে হার্ডি সান্ধুর সাথে তাদের পার্টনারশিপকে একটি উল্লেখযোগ্য 'মাইলস্টোন' হিসাবে দেখা হচ্ছে।

আমাদের ব্র্যান্ডের মূল উদ্দেশ্যই হল আমাদের উপভোক্তাদের জীবনের সমস্ত মুহূর্তকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত করা এবং সেই উদ্দেশ্যকে পাথেয় করেই ইম্পিরিয়াল ব্লু সুপারহিট নাইটস সর্বদাই সবচেয়ে সেরা অভিজ্ঞতা প্রদান করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। এর ফলে আমাদের দর্শক ও শ্রোতাকুল তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়েনের বাইরে গিয়ে, পরিপূর্ণ সুখ ও স্বচ্ছলতাতে অবগাহন করার সুযোগ অর্জন করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে এবং তাই মিউজিকের প্রতি তাঁদের আবেগকে দেখায়। এই অভিমুখে সামনের দিকে আমাদের সুচিন্তিত পদক্ষেপই হল আমাদের হার্ডি সান্ধুর সর্বপ্রথম ভারত সফরে তাঁর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।" পার্নড রিকার্ড ইন্ডিয়ার মার্কেটিং বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার ইশবিন্দর সিং একথা বলেন।

এই সফরের জন্য হার্ডি সান্ধু নিজের মনের উত্তেজনা লুকিয়ে রাখেননি, তিনি বলেছেন, "ইম্পিরিয়াল ব্লু সুপারহিট নাইটস-এর সাথে আমার এই যোগাযোগ, আমাকে নিজের এই প্রথমবারের ভারত সফর শুরু করার অসাধারণ সুযোগ করে দিয়েছে। মুম্বই, গুরুগ্রাম, পুণে, কলকাতা এবং আরও কয়েকটি সহ ভারতের প্রধান সাতটি শহরে আমাদের প্রোগ্রাম হবে। আমার সবচেয়ে সেরা পারফর্ম্যান্স ও অসংখ্য জনতার মুখে-মুখে ঘোরা জনপ্রিয় ট্র্যাকগুলিকে আমি প্রতিদিন নিয়ম করে অনুশীলন করছি এবং আরও পরিশ্রম করছি যাতে ভারতের দর্শক ও শ্রোতাদের জন্য একটি অতুল্য, উদ্ভাবনীমূলক ও অনবদ্য অভিজ্ঞতা প্রদান করতে আমার কোনও অসুবিধা না হয়। আমার এই প্রথমবারের সফরের মাধ্যমে, আমার একমাত্র লক্ষ্য হল, দর্শক ও শ্রোতাদের জন্য এমন একটি আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা প্রদান করা যা আমার সমস্ত অনুরাগীদের হৃদয়ে স্থায়ী ছাপ ফেলতে সক্ষম হবে।"

হার্ডি সান্ধু, তাঁর অনবদ্য কণ্ঠস্বর ও অসাধারণ স্টেজ পারফর্ম্যান্সের জন্য সুপরিচিত এবং সেইসূত্রে সারা দেশ জুড়েই অসংখ্য মিউজিক অনুরাগীদের হৃদয়ে তিনি এক চিরস্থায়ী আসন অধিকার করে রয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত গানগুলি সর্বদাই জনপ্রিয়তম গানের তালিকার সবচেয়ে উপরে থাকে, যেগুলির মধ্যে "বিজলি বিজলি", "কুড়িয়া লাহোর দিয়া" এবং "জি কর দা" পড়ে। এককথায় তিনি মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি জুড়ে একটি অনবদ্য উত্তেজনাময় সাড়া জাগিয়ে তুলেছেন এবং তাই তাঁর সবকটি লাইভ পারফর্ম্যান্স ছোট ছোট ম্যাজিকের মতোই মনে হয়, যা চোখের সামনে ঘটে গেলেও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য লাগে। এমনকি তাঁর লেটেস্ট এক্সটেন্ডেড পে-(EP) 'প্লেজার্স' জনতার হৃদয়ে যে আলোড়ন তুলেছে তা তাঁদের কাছ থেকে আসা প্রতিক্রিয়া থেকেই বোঝা যায়। এর মধ্যে পাঁচটি গান রয়েছে যেগুলির প্রত্যেকটিই মনের ইতিবাচক ভাবনার সৌন্দর্যকে সবার সামনে তুলে ধরে।

হার্ডি তাঁর এই সফরে দর্শক ও শ্রোতাদের জন্য আন্তর্জাতিক কনসার্টের অভিজ্ঞতাকে অনুরণিত করে তোলা একটি অভিজ্ঞতার স্বাদ প্রদান করতে চায় যেখানে এই দেশে প্রথমবার বিশেষ হাইড্রলিক এফেক্টের ব্যবহার করা হবে যা মিউজিক পারফর্ম্যান্সের ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করবে। তাঁর অবিস্মরণীয় পারফর্ম্যান্স সমস্ত স্টেজকে এক অবর্ণনীয় আলোকে উজ্জ্বল করে তুলবে এবং তার সাথে সাথেই নাচের গ্রুপের ছন্দ সম্পূর্ণ পরিবেশেই একটি নতুন মাত্রা এনে দেবে। এককথায়, এই ধরনের ইমারসিভ অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি শ্রোতাদের মনে নিঃসন্দেহে দীর্ঘ সময় ধরে জাগরুক থাকবে। সেই অনবদ্য পারফর্ম্যান্সের জাদুকে ভুলে যাওয়া খুব সহজ হবে না।

পিএম মোদীর নাম দেশের আস্থার সীলমোহর: বিজেএমসি

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ কলকাতা জেলা গার্ডেনরিচ মন্ডল ২-এর ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের মন্ডল সভাপতি রমা মাইতি বিজয় সম্মেলনের আয়োজন করেন। বিজেএমসির রাজ্য সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু বলেছেন যে নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করেছে যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নাম এদেশে আস্থার সীলমোহর। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি মুন্না সালকার, সহ-সভাপতি অভিজিৎ গুহ, শুভাশীষ রায়, রাজ্য সহ-সভাপতি সুবীর কাঞ্জিলাল প্রমুখ।

ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক আছে জানতাম না, আমার অন্য প্রোগ্রাম আছে', জানালেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আগামী বুধবার, ৬ ডিসেম্বর নয়া দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক। জানানোই হয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি এ বিষয়ে কোনও ফোন কিংবা আমন্ত্রণ পাননি। সোমবার সন্ধ্যায় রাজভবন থেকে বেরিয়ে সাফ জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।ওখানে কয়েকদিন থাকব। কিন্তু যদি জানতাম, তাহলে অন্যরকম ভাবে প্রোগ্রাম সাজাতাম। এই মুহূর্তে আর কী করে কিছু বদলাব করব?'এদিন ভিসি নিয়োগ নিয়ে আলোচনা করতে রাজভবনে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি জানান, 'আমার কাছে এই বিষয়ে কোনও তথ্য নেই। কেউ ফোনেও জানায়নি। তাছাড়া আমি তো উত্তরবঙ্গ চলে যাচ্ছি। ৬ তারিখ সন্ধেয় হয়তো পৌঁছব।

বিজেপি বিধায়কদের 'চোর, চোর' স্লোগানে উত্তাল রাজ্য বিধানসভা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিজেপি বিধায়কদের 'চোর, চোর' স্লোগানে উত্তাল রাজ্য বিধানসভা। গেরুয়া শিবিরের কটাক্ষের জবাব আগেই দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার মুখ খুললেন মমতাও। বলেন, 'আমি নাকি ওদের কাছে চোর। ভেরি গুড।'উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই দুর্নীতি প্রসঙ্গকে হাতিয়ার করে বাংলায় নিজেদের মাটি শক্ত করার চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির। যদিও বিজেপির এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে না বলেই দাবি শাসকদলের। বার বার চোর কটাক্ষেই এবার মুখ খুললেন মমতা।গত ২৮ নভেম্বর রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে সাসপেন্ড করা হয় শুভেন্দু অধিকারীকে।তা নিয়ে চলছে তরজা। সাসপেনশনের রেশ ধরে সোমবার সকালেও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য বিধানসভা। অধিবেশন শুরুর সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনেই তাঁকে উদ্দেশ্য করে 'চোর, চোর' স্লোগান দেওয়া হয়। গেরুয়া শিবিরের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। তাই অধিবেশন ওয়াক আউট করে বেরিয়ে যায় বিজেপি।

এদিকে, তিন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে জয় যেন অক্সিজেন জোগাচ্ছে শুভেন্দু-সুকান্তদের। রবিবারই শুভেন্দু রাজ্য বিধানসভা চত্বরে লাড্ডু বিলির কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই অনুযায়ী সোমবার দুপুরে বিধানসভা চত্বরে লাড্ডু বিলি করা হয়। সে প্রসঙ্গে মমতা বলেন, 'সব এজেন্সি ওদের হয়ে কাজ করে। তাই লাড্ডু বিলোচ্ছে। দিল্লির লাড্ডু কী হবে? আমি এখনও মনে করি সিট শেয়ার করলে বিজেপি জিতবে না। এখন একটা ভোট জিতে লাড্ডু বিলোচ্ছে।'

বিজয় মিছিলও করে শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক বিজেপি বিধায়ক। সকলের গায়ে ছিল 'মমতা চোর' লেখা টি-শার্ট। বিধানসভা থেকে মিছিল করে রেড রোডে ধরনা মঞ্চে যান বিজেপি বিধায়করা।

১-ম পাতার পর

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে জট কেটে গেল? রাজ্যপালের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

রমরমার সময়ে এটা আরও বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে।) সোমবার সন্ধ্যায় রাজভবনে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বাইরে আসেন সন্ধ্যা সওয়া ছ'টা নাগাদ। বেরিয়েই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি তাঁকে প্রশ্ন করা হয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই কি এই বৈঠক? উল্লেখ্য, রাজ্যে উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতার সমাধান রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীকেই মুখোমুখি বৈঠকে বসে করতে হবে বলে মন্তব্য করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সম্প্রতিই দেশের শীর্ষ আদালত বলেছিল, উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনার মাধ্যমেই মিটিয়ে ফেলতে হবে। আলোচনায় থাকতে হবে রাজ্যের রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয় গুলির আচার্য সি ভি আনন্দ বোস, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রীকেও। ওই বৈঠকেই উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটির একটি খসরা তৈরি করে আগামী ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে জমা দেওয়ার কথাও বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। তার পরেই এই বৈঠক। কিন্তু বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তা জানতে চাওয়া হলে, স্পষ্ট জবাব দেননি মমতা।

১-ম পাতার পর

নবীন-প্রবীণ বিতর্কে মুখ খুললেন অভিষেক! কংগ্রেসের উদাহরণ দিয়ে দলকেই পরামর্শ?

মুখপাত্র কুণাল ঘোষ যেমন বলেছিলেন, "এটা বিজেপির জয় নয়। কংগ্রেসের ব্যর্থতা।" তবে সোমবার অভিষেকের বক্তব্যের সুর অতটা 'চড়া' ছিল না। অনেকের মতে, লোকসভার আগে বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতির কথা মাথায় রেখেই সরাসরি আক্রমণের পথে না গিয়ে কংগ্রেসকে 'পরামর্শ' দিয়েছেন অভিষেক। কারণ, তিনি জানেন, বাংলায় তৃণমূল কার্যত 'অপ্রতিরোধ্য' হলেও সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেসকে যেমন প্রয়োজন, তেমনই বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলকেও দরকার বিজেপি বিরোধী জোট সফল করার জন্য।এই আবহে কংগ্রেসের নাম না করে তাদের 'ভুল সংশোধন' করে নেওয়ার আহ্বান জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি 'ইন্ডিয়া'-র সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্যও বটে।

সোমবার পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফলাফল নিয়ে অভিষেককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'পরাজিতেরা ভুল শুধরে নিন। আমাদের হাতে সময় অনেক কম। সময় অপচয় না করে সকলের একসঙ্গে কাজ করা উচিত।' অভিষেকের ওই মন্তব্য একাধিক কারণে 'তাতপর্যপূর্ণ'। লোকসভা ভোটের আগে ঘর গোছানোর জন্য বিশেষ সময় পাবে না বিরোধীরা, সে কথা যেমন কংগ্রেসকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি, তেমনই সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলারও পরামর্শ দিয়েছেন। তবে পাঁচ রাজ্যের ভোট-ফলাফলের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে পড়বে না বলে স্পষ্টই দাবি করেছেন তৃণমূলের 'সেনাপতি'। অভিষেক জোর দিয়েছেন 'ভুলের পুনরাবৃত্তি' রোখার উপরে। নিজের দলের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, '২০১৯ সালের (লোকসভা) নির্বাচনে আমাদের কিছু ভুল ছিল। ২০২১ সালে (বিধানসভা নির্বাচন) আমরা তা শুধরে নিয়েছি। সাগরদিঘি উপনির্বাচনেও আমাদের ভুল হয়েছিল। আমরা মানুষের কাছে গিয়ে ভুল শুধরে নিয়েছি।' কংগ্রেসের নির্বাচনী ব্যর্থতার প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। বলেন, 'প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ আত্মতুষ্টিতে ভুগছেন। যোগ্যদের সুযোগ না দিয়ে প্রচারের আলোয় থাকতে চাইছেন কেউ কেউ। এ ক্ষেত্রে যোগ্যদের সুযোগ করে দেওয়া উচিত।' আলাদা করে রাজস্থানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অভিষেক জানান, ভোট শতাংশের দিক থেকে পরাজিত কংগ্রেস এবং বিজয়ী বিজেপির ব্যবধান খুব কম। 'অভ্যন্তরীণ ঐক্য' বজায় থাকলে পরাজয় এড়ানো যেত বলেও দাবি করেন অভিষেক। যা থেকে স্পষ্ট যে, রাজস্থানের কংগ্রেস নেতা সচিন পাইলট এবং বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী অশোক গহলৌতের মধ্যে সুসম্পর্ক না-থাকা এবং সেই 'জটিলতা' কাটাতে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের ব্যর্থতার দিকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন তিনি।তৃণমূল-সহ বেশ কিছু দল কয়েক দিন ধরেই বিরোধীদের মধ্যে আসন রফার বিষয়টি চূড়ান্ত করার উপরে জোর দিতে চাইছে। কিন্তু এই দলগুলির অনুযোগ, বিষয়টি নিয়ে 'গড়িমসি' করছে জোটের অঘোষিত নেতা কংগ্রেস। কংগ্রেস সূত্রে অবশ্য বিলম্বের ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছিল, পাঁচ রাজ্যের ফলাফলে কংগ্রেস সাফল্য পেলে দর কষাকষির জায়গায় সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে দল। কিন্তু ভোট-ফলাফলে স্পষ্ট যে, সেই স্বস্তির জায়গা কংগ্রেসের আর নেই। এ ক্ষেত্রে হাতে যে বিশেষ সময় নেই, সে কথা তাই অভিষেক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অন্য দিকে, ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, ছোট দলগুলি নিজেদের নাক কেটে কংগ্রেসের যাত্রাভঙ্গ করেছে। কংগ্রেস কেন এই দলগুলি, এমনকি, 'ইন্ডিয়া'র শরিকদের সঙ্গে আসন বোঝাপড়ায় যায়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই আবহে অভিষেকের সকলকে নিয়ে চলার 'বার্তা' তাতপর্যপূর্ণ। তাঁর কথায়, "আমরা তো প্রথম থেকেই বলেছি, যে যেখানে শক্তিশালী, সে সেখানে লড়লেই কোনও সমস্যা হবে না।"

সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে

বড় পদক্ষেপ করল বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ৭ জানুয়ারী বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন। সুষ্ঠ ও অবাধ ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। দেশের সমস্ত থানার ওসি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের বদলি করার নির্দেশ দেওয়া হল কমিশনের তরফে। উল্লেখ্য, পদ্মা সেতু-পথেই বাংলাদেশের ভোট বৈতরণী পার হতে চান মুজিব-কন্যা, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । ১৫ বছর আগে ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত বর্ষায় দুরন্ত পদ্মার বুকে যে সেতু তৈরি করা যেতে পারে, উপরে গাড়ি নিচে রেল চলাচল করতে পারে তা শুধু বাংলাদেশের মানুষ কেন অনেকেই যে স্বপ্নেও ভাবেননি, সে কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে হাসিনার দল আওয়ামি লিগের প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার এই পদ্মা সেতু। সঙ্গে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ করে তৃতীয় টার্মিনাল, ঢাকা শহরের সম্প্রসারণের মতো হাসিনার উন্নয়ন যজ্ঞের তাস আওয়ামি লিগের পকেটে রয়েছে। আবার সেই সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই রয়েছে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়াও। ১৫ বছর একটানা ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও হাসিনা সরকার কেন মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে পারছে না তা নিয়ে প্রশ্ন দেশের সব মহলেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামের ঠেলায় নাভিশ্বাস উঠছে নিম্ন মধ্যবিত্ত, গরিবদের। উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা ইউএনওদের ক্ষেত্রে যারা উপজেলায় এক বছরের বেশি সময় কাজ করেছেন তাঁদের অন্য জেলায় বদলি করা হবে। আগামী ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কমিশনকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্বরাষ্ট্রসচিবকে। প্রথম দফায় ২০৭ ইউএনও ও ৩২৬ ওসিকে বদলি করা হবে।বলে রাখা ভালো, নির্বাচনে কারচুপি ও হিংসার অভিযোগে বিদ্ধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগ সরকার। বিরোধীদের ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে লাগাতার। সেই বিষয়ে মুখ খোলে আমেরিকা । সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে আগেই ওয়াশিংটন কড়া হুমকি দিয়েছে, হিংসায় অভিযুক্তদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। ওয়াশিংটনের এই ভিসা নীতিকেই আওয়ামি সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে খালেদা জিয়ার দল বিএনপি। বিশ্লেষকদের মতে, রাশিয়া ও চিনের সঙ্গে হাসিনা সরকারের উষ্ণ সম্পর্ক মোটেও সুনজরে দেখছে না বাইডেন প্রশাসন। তাই কলকাঠি নেড়ে আওয়ামি সরকারকে চাপে রাখছে আমেরিকা।

প্রধানমন্ত্রী নৌ-সেনা দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

নতুন দিল্লি, ০৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নৌ-সেনা দিবস উপলক্ষে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন :

"নৌ-সেনা দিবসে ভারতীয় নৌ বাহিনীর সকলকে শুভেচ্ছা। আমাদের সমুদ্রকে সুরক্ষা দিতে তাঁদের দায়বদ্ধতা প্রমাণ করে তাঁদের দেশের প্রতি ভালোবাসা ও কর্তব্যনিষ্ঠতা। যেকোনো পরিস্থিতিতে তাঁদের মনোবল এবং সংকল্প অটুট থাকে। আমরা তাঁদের সেবা এবং আত্মত্যাগের জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞ। আজ পরে আমি মহারাষ্ট্রে সিন্ধুদুর্গে নৌ-সেনা দিবস অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি। এই স্থান ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। শক্তিশালী নৌ বাহিনী গড়তে তাঁর প্রয়াস সর্বজনবিধিত।"

ঘূর্ণিঝড় 'মিগজাউমে'র দাপটে একটানা বৃষ্টি,

ভাসছে চেন্নাই! দুর্যোগের বলি ৫

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার দক্ষিণ অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম । হাওয়া অফিস জানিয়েছে, মূলত দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূলে তাণ্ডব চালাতে পারে ওই ঘূর্ণঝড়। ইতিমধ্যে তার প্রভাবে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে হয়েছে তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকায়।আবহাওয়াবিদদের অনুমান, অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর ও মছলিপত্তনমের মাঝামাঝি এই ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়তে পারে স্থলভাগে। সেই সময় এই শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ঘন্টায় ৯০-১০০ কিলোমিটার এবং সর্বোচ্চ ১১০ কিলোমিটার গতিবেগ হতে পারে। এর পর গতিপথ পরিবর্তন করে শুধুই উত্তর দিকে এগোবে ঘূর্ণিঝড়। তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরি, অন্ধ্রপ্রদেশে উপকূলে মতস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।তার ফলেই বানভাসী চেন্নাই শহরে দেওয়াল ধসে প্রাণ গেছে ২ জনের। দুর্যোগের জেরে পরে মৃত্যু হয়েছে আরও৩জনের।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনা ঘটেছে চেন্নাইয়ের কানাতুর এলাকায়। ওই দেওয়ালটি কিছুদিন আগেই তৈরি হয়েছিল। রাতভর বৃষ্টি চলার পর সকালে হাওয়ার দাপটে ভেঙে পড়ে দেওয়ালটি। তাতেই চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের।সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ৫। আবহাওয়া দপ্তর আগেই জানিয়েছিল, ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে রবিবার রাত থেকে চেন্নাই এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে সেই পূর্বাভাস। আপতকালীন পরিস্থিতির জন্য তৈরি এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ বাহিনী। ভারী বৃষ্টির কারণে তাম্বারাম, পিরকঙ্কারনাই এবং পেরুঙ্গালাথুর এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ওই এলাকাগুলিতে আটকে পড়া ১৫ জনকে উদ্ধার করেছে এনডিআরএফের সদস্যরা। একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে চেন্নাই বিমানবন্দর জল থইথই। দুর্যোগের জেরে সোমবার রাত ১১টা পর্যন্ত বাতিল বিমান। ঝুঁকি এড়াতে শহরের অন্যতম রেলব্রিজ বাসিন ব্রিজে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়েছে। বাতিল হয়েছে ৬টি ট্রেন। জলে ভরে যাওয়ায় ১৪টি সাবওয়ে বন্ধ করেছে প্রশাসন। সব মিলিয়ে দুর্যোগ পরিস্থিতি ঘোরতর হচ্ছে চেন্নাইয়ে।

আলিপুর আবহওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, ঘূর্ণিঝড় 'মিগজাউম' বর্তমানে পণ্ডিচেরি থেকে ২২০ কিলোমিটার পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে এবং চেন্নাই থেকে ২২০ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থান করছে। নেল্লোর থেকে ৩৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্ব এবং মছলিপত্তনম থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে ৪৫০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়। শক্তি বাড়িয়ে মঙ্গলবার দুপুরে এই ঘূর্ণিঝড় দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আঘাত হানবে।

১-ম পাতার পর

মিড ডে মিলের টাকা নিয়ে তোলাবাজি করে তৃণমূল, সংসদে বকেয়া টাকা চাইতেই সুদীপকে পাল্টা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

সব রাজ্য টাকা পয়সার ব্যাপারে সতর্ক। বাংলার সরকার মনে করে তারা এইসব নিয়মের বাইরে। এই সংসদে দাঁড়িয়ে অন রেকর্ড বলছি, মিড ডে মিল প্রকল্পে বাংলা ৪ হাজার কোটি টাকার জালিয়াতি করেছে। এর বিরুদ্ধে তদন্তের আদেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তদন্ত সবকিছু বেরিয়ে আসবে। এখানেই থেমে থাকেননি ধর্মেন্দ্র প্রধান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এদের নিয়ে সমস্যা হল এরা গরিবের টাকা লুঠ করেন।পার্টিবাজিতে টাকা খরচ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ওই মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রবল হইচই শুরু করেন তৃণণূল সাংসদরা।সংসদে আজ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের অভিয়োগ তোলেন। তৃণমূল সাংসদ বলেন, মনরোগা, আবাস যোজনার বকেয়া টাকা আর কোনও বিলম্ব ছাড়াই রাজ্য সরকারকে দিয়ে দেওয়া হোক। এনিয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছেও আবেদন করব। আমরা চাই বিষয়টি সংসদে আলোচনা হোক। বাংলার বিরুদ্ধে এই অর্থনৈতিক অবরোধ বন্ধ করা হোক।

একশো দিনের টাকা আদায়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে টানা সরব তৃণমূল কংগ্রেস। সম্প্রতি বাসভাড়া করে একশো দিনের টাকা আদায়ে দিল্লি গিয়েছিল তৃণমূল। যারা টাকা পাবেন তারা ছাড়াও পঞ্চায়েত ভবনের সামনে ধরনায় বসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য নেতারা। শেষপর্যন্ত পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দেখা না পেয়ে পঞ্চায়েত ভবনের ভেতরেই ধর্নায় বসে পড়েন অভিষেকরা। তাদের জোর করে তুলেও দেওয়া হয়।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩২৯ সংখ্যা ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ মঙ্গলবার ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে গণমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির বঙ্গানুবাদ

শীত সম্ভবত বিলম্বত এবং তা প্রলম্বিত লয়ে এগোচ্ছে। তবে রাজনৈতিক উত্তাপ দ্রুতই চড়ছে। গতকালই চারটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। ফলাফল খুবই সন্তোষজনক। এই ফলাফল সাধারণ মানুষের উন্নয়নকল্পে, দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের স্বার্থে, গ্রাম ও শহরের মহিলাদের জন্য, প্রতিটি গ্রাম ও শহরের সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীর তরুণদের জন্য, প্রতিটি সম্প্রদায়ের কৃষকের স্বার্থে, সর্বোপরি আমার দেশের গরিবদের কল্যাণে যাঁরা দায়বদ্ধ তাঁদের জন্য নিঃসন্দেহে উৎসাহজনক। যারা এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের সশক্তিকরণের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করছে এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ায় সংকল্পবদ্ধ, তদুপরি একেবারে প্রান্তবর্তী মানুষের কাছে সামাজিক সুযোগ পৌঁছে দিতে কর্তব্যনিষ্ঠ যারা তারাই এই বিপুল সমর্থন লাভ করেছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতাচ্যুত করার মানসিকতা এখন অচল হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ বলছেন এবং তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ করছেন এটা ক্ষমতাসীন দলের পক্ষেই ভোট, সুশাসন, স্বচ্ছতা, জাতীয় স্বার্থ এবং জনকল্যাণে মজবুত পরিকল্পনার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন। জনতার এই অসাধারণ রায়ের পর সংসদের এই নব মন্দিরে আজ আমরা বৈঠকে মিলিত হয়েছি। যখন নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন হল, তখন একটি সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হয়। তবে সেটা ছিল এক ঐতিহাসিক লগ্ন। যদিও এবার এই নতুন সংসদ ভবনে অধিবেশন অনেক দীর্ঘস্থায়ী হবে। এটি নতুন ভবন, ফলে ব্যবস্থাপনায় ছোটখাটো ত্রুটি থাকতেই পারে। স্বাভাবিকভাবে সংসদের অধিবেশন চলাকালীন সংসদ সদস্য, দর্শক এবং গণমাধ্যমের বন্ধুদের যদি কোনো ত্রুটি চোখে পড়ে তা গোচরে আনবেন। আমি স্থির নিশ্চিত মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় অধ্যক্ষের এসব ব্যাপারে সতর্ক নজর থাকবে। আমি আপনাদের বলছি যে যদি কোনো ছোটখাটো বিষয় আপনাদের নজরে আসে তা বলতে ভুলবেন না। যখন এই নতুন সংসদ ভবন তৈরি হয়েছে, প্রয়োজন ভিত্তিক পরিবর্তন সাধনও জরুরি। দেশ নেতিবাচক মানসিকতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতে বিরোধী দলের সদস্যদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত আলোচনা হয়। আমাদের সংসদীয় দল তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং সুষ্ঠভাবে অধিবেশন চলার জন্য তাদের সহযোগিতাও চাই। এবারেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। আপনাদের মাধ্যমে আমি সব সাংসদের কাছে আবেদন করছি গণতন্ত্রের এই পীঠস্থান, বিকশিত ভারতের ভিত্তিপ্রস্তকে শক্তিশালী করে তুলতে যাতে তা জনগণের আকাঙ্খা পূরণের এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠতে পারে। আমি সমস্ত মাননীয় সাংসদকে অনুরোধ করবো তাঁরা যেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে সংসদে আসেন। সভায় পেশ করা সমস্ত বিলের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। কারণ একজন সংসদ সদস্য যখন কোনো মতামত দেন তখন তা ধরে নিতে হবে সেটা তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ মত। ফলে কোনো আলোচনা না হতে পারলে দেশ এসব বিষয়গুলি থেকে বঞ্চিত হবে। সেই কারণেই আমি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার জন্য প্রত্যেক সদস্যকে পুনরায় অনুরোধ করছি। সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফলের ভিত্তিতে আমি বিরোধী দলের সদস্যদের বলবো যে তাদের সামে এক সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। এই অধিবেশনে বিধানসভা নির্বাচনের পরাজয়ে হতাশার গ্লানি প্রকাশ না করে তারা যদি এই পরাজয় থেকে শিক্ষালাভ করেন এবং তাদের নেতিবাচক ধ্যানধারনা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন, গত ৯ বছর ধরে যে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে ; এই অধিবেশনে যদি সদর্থক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন তাহলে তাদেরকে ঘিরে দেশের মানসিকতারও বদলাবে। তারা বিরোধী হলেও তাদের সামনে এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যেতে পারে। ফলে সদর্থক মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য আমি তাদেরকে সুপরামর্শ দিচ্ছি। আমরা যদি ১০টি পদক্ষেপ নিই, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের উচিত আরও দুটি বেশি অর্থাৎ ১২টি পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ফলে হতাশায় কালক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে দয়া করে পরাজয়ের গ্লানিকে ঘিরে হতাশা এই সভায় ব্যক্ত করবেন না। তাতে আপনাদের অসন্তোষ আরও বাড়বে। আপনাদের সহকর্মীদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য কিছু করণীয় থাকলেও থাকতে পারে। তবে অন্তত গণতন্ত্রের এই মন্দিরকে হতাশা প্রকাশের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করবেন না। আমি আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের এই অনুরোধ করছি। আপনাদের মানসিকতার একটু বদল ঘটান। বিরোধী দল হওয়ার কারণেই সংঘর্ষমূলক মানসিকতা নিয়ে এগোতে হবে এই ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে বরং দেশের কল্যাণে সদর্থক কিছু করে দেখান। কোনো ত্রুটি থাকলে তা নিয়ে বিতর্ক করুন। তাহলে আপনারা দেখবেন যেসব বিষয়কে ঘিরে দেশে ঘৃণার প্রসার ঘটছে তা কাজের মধ্যে দিয়েই কালক্রমে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হবে। ফলে এটা আপনাদের সামনে একটা সুযোগ, দয়া করে তা হাতছাড়া করবেন না। এই সভায় আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাইছি। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে আমি বলবো আপনাদের নিজেদের স্বার্থেই দেশের কাছে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিন। আপনাদের ভাবমূর্তি যদি নেতিবাচক এবং ঘৃণার হয়ে ওঠে তাহলে তা গণতন্ত্রের পক্ষে খুব শুভকর নয়। বিরোধীরাও অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন যা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে এবং তাদের সম-সক্ষমতা যোগায়। গণতন্ত্রের কল্যাণের স্বার্থে আমি পুনরায় একথা বলছি। উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণে দেশ আর দীর্ঘ অপেক্ষা করতে চায় না। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে চলার মনোভাব জাগ্রত রূপ নিচ্ছে। সমস্ত সম্মানীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করবো এই মানসিকতার প্রতি দায়নিষ্ঠ হয়ে সভার অধিবেশন যোগ দেওয়ার। তাদের প্রত্যেকের কাছে এটা আমার বিনম্র অনুরোধ। সকলের ভালো হোক।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(অষ্টম পর্ব)

তাদের কথাতে বেরিয়ে এসেছে ।সেই কারনে বলতে চাই জঘন্য থেকে জঘন্যতম নোংরামিতে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে গ্রামগঞ্জে, দীর্ঘ কুড়ি বছর যে পরিবারটা রাজনৈতিক সঙ্গে কোন ভাবে যুক্ত নয় তাদেরকে পিষে মারার চেষ্টা করছে বিভিন্নভাবে। তাহলে কি রাজনীতিক হচ্ছে বাংলার ভবিষ্যৎ, আইন বা পুলিশ প্রশাসন বলে কিছুই নেই? কেনই বা সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয়ের সরদারের পরিবারের এখানে অবস্থা! তাহলে কি রাজ্যের একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা এইরকম জঘন্য তম ঘটনা সম্মতি দিয়ে সম্পাদক পরিবারের বিলুপ্ত করতে চাইছে? সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও এই পরিবারের কেনই বা নিরাপত্তা থাকতে পারবেনা? যত রকম অন্যায় অবিচার সহ্য করতে করতে সম্পাদকের পরিবারের প্রায় লোক অসুস্থ অবস্থায় ভুগছে। সম্পদ পরিবারের মাছ চাষের ভেরি আছে, সেই ভেরীটা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে শ উচ্চ স্তরে পুলিশকর্তারা বিষয়টি জানার পরেও কোনরকম রক্ষা করে রেখেছে এই পরিবারটাকে। এই পরিবারের মাছ চাষের ভেরির সমস্ত মাছ ইচ্ছাকৃতভাবে চুরি

ক্রমশঃ

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

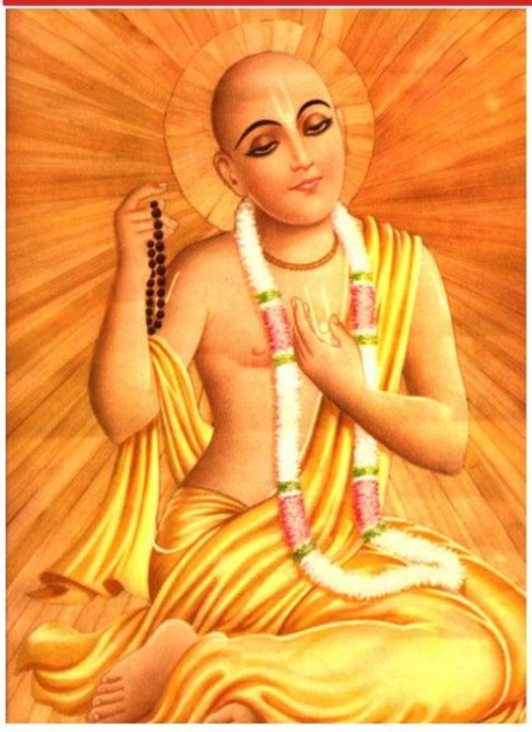

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ঈশ্বরদাসের 'চৈতন্যভাগবত' অনুসারে সেকালের একটি মাত্র মানুষ, বাসুদেব তীর্থ, এর সত্যতায় সন্দিহান হয়ে প্রকাশ্যে মুক্তিমণ্ডপে এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক করেছিলেন। অবশ্য তখন চৈতন্য তিরোভাবের পর অন্তত 'একশ' বছর কেটে গেছে (অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতে ঈশ্বরদাস সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেন। ড.বিমানবিহারী মজুমদারের হিসাব অনুসারে ঈশ্বরদাসের গ্রন্থ চৈতন্য তিরোভাবের ১৫০/১৭৫ বছর পরেলিখিত হয়)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ইতিহাসে জড়িয়ে রয়েছে ক্যানিংয়ের সরদার পরিবার

ভগবতী সরদার
(প্রথম পর্ব)

বাংলার প্রতিটি জেলার একটা ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসেবে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের পাতাতে।মানুষ আজ আছে কাল নেই তবে তার ইতিহাস বহন করে চলেছে ধারাবাহিক নিয়মে।তেমনই এক ঐতিহাসিক কাহিনী ও জেলার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে ইতিহাসের পাতায় অধ্যায় আজ অলিখিত,অলিখিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যেতে চাই ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস।সেই প্রাচীন বাংলায় বসবাস করত বিখ্যাত রাজপরিবারের ব্যক্তি, হোটর রত্না গ্রামে বসবাস করতেন জমিদার পরিবারে মহিম সদ্দার। তৎকালীন যুগে প্রথা প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণরা ছিল হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ। রাজপরিবারের যোদ্ধার জমিদার বংশের মহিম সর্দার তৎকালীন সমাজের মাথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সৎ ও ন্যায় বিচার করতেন তিনি। ব্রাহ্মণের অপরাধের বিচার করার ফলে তাকে অভিশাপ করেছিল বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে।সেই সময় ওলাউটো বার কলেরা হয়ে সরদার পরিবারের একাধিক ব্যক্তি মারা যাচ্ছিল, ভয় পেয়ে গেছিল সরদার পরিবারের মহিম সরদার।মহিম সর্দার সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সুন্দরবনের হেদিয়া বাদ জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। হেদিয়া জঙ্গলে কেটে সাফ করে বসতবাড়ি গড়ে তুলেছিল, এখানে সদানন্দ সরদার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।সদানন্দ সরদার হেদিয়ার জোরদার ও জমিদার হয়ে উঠলো। ব্রিটিশদের সাথে একাধিকবার সংঘর্ষ হয়েছিল সদানন্দ সাথে।হেদিয়া তে সদানন্দ সরদারের জব্দ করার পরিকল্পনা করে ব্রিটিশরা নদীর পাড়ে সুইস গেটের কাছে কাছারিবাড়ি নামক একটি স্থানে ব্রিটিশ দপ্তর খুলে বসলো।সদানন্দ সর্দারকে তাও ব্রিটিশরা কোনভাবে কিছুই করতে পারিনি। সদানন্দ সরদার সংসার জীবনে তিনটি ছেলে ও বংশবিস্তার করতে লাগলো।বড় ছেলের নাম ছিল নন্তু সরদার তিনিও তার বাবার মত ডানপিটে ছিলেন।বহু আন্দোলনের সঙ্গে এইসব তার পরিবারের ইতিহাস আজও জড়িয়ে রয়েছে ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের হেদিয়া গ্রামে। সদানন্দ সরদারের বড় ছেলে ছিলেন নন্তু সর্দার তার দুই ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দুখিরাম সরদার, লালু সরদার ও হাসি। তবে দুখিরাম সদ্দার বড় হয়ে ব্রিটিশদের অত্যাচার ইতিহাস শুনেছিলেন, সেই সময় কংগ্রেসের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এই এলাকায় বামফ্রন্টের জন্ম দিয়েছিলেন দুখিরাম সরদার ও তার পরিবার মিলে।যে দলের জন্ম দিয়েছিল সেই দল যখন ক্ষমতায় আসে তখনই দুখিরাম সর্দারের পরিবারের উপরে অত্যাচার নেমে আসে। এরপর ২০১১ সালেই তৃণমূল কংগ্রেস শাসক দল ক্ষমতায় চলে আসে! ২০১৮ সালে অকালে জীবন চলে যায় দুখীরাম সরদার এর। ক্ষুদিরাম সরদারের পরিবার আজও অবহেলায় অবহেলিত এই গ্রামে। বিচ্ছিন্ন ভাবে সেই শ্রী ইতিহাস আজও আমাদের কাছে জানা ও অজানা রয়ে গেছে।তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই সর্দার পরিবার পরিবারের ইতিহাস থেকে শুরু করে আজ আমরা জেলার বিস্তীর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়গুলো তুলে ধরব এই লেখাতে! এই জেলার ঐতিহাসিক উপাদান গুলি সংরক্ষণ বা গবেষণার কাজে , অনেকেই এগিয়ে এসেছে ।আজও সেই গবেষণার পথে আমি পথিক হয়ে দাঁড়িয়েছি। এই জেলায় এক দিকে যেমন রয়েছে নানা প্রত্নক্ষেত্র তেমনই রয়েছে ঐতিহাসিক স্থান। যেমন রয়েছে পাল সেন যুগের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত সাগরের মন্দিরতলা বা একাদশ শতকের জটার দেউল তেমনই রয়েছে ১৭৫৬ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধস্থল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে, এমন নানা জায়গাও রয়েছে এই জেলায়। যেমন ছত্রভোগ। এসেছেন নানা মনীষীও। গবেষক ও পর্যটক, দু'তরফেই এই জায়গাগুলি সম্পর্কে বিশদ তথ্যের খোঁজ করা হয়েছে বা হচ্ছে। তবে স্বাধীনতার আগে পূর্ব পাকিস্তান হবার পর যশোর জেলার বনগাঁ ২৪টি পরগনা জেলার আওতাধীন হয়ে পড়ে এবং সুন্দরবনের একটা বড় অংশ খুলনা ও বাখরগঞ্জের মধ্যে চলে আসে।ইংরেজ আমলে কোলকাতা ২৪টি পরগনা জেলা থেকে পৃথক হয়ে ভারতের রাজধানী হয়। ১৯৮৩ সালে ডঃ অশোক মিত্রের প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি এই জেলাকে বিভাজনের সুপারিশ করলে ১৯৮৬ সালে ১লা মার্চ এই জেলাটিকে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা নামে দুটি জেলায় ভাগ করা হয়।ভাগ করার ফলেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঐতিহাসিক আজও বহন করে চলেছে ! পাল সেন যুগের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত সাগরের মন্দিরতলা, মধ্যযুগের নদীবন্দর হরিনারায়ণপুর, থেকে শুরু করে গোবর্দ্ধনপুর, কঙ্কণদিঘি, বড়াশি-ছত্রভোগ, আটঘড়া, দেউলপোতা, হিরন্ময়পুর ও ধোষা, বাইশহাটা, তিলপি, রাক্ষসখালি, বকুলতলা সম্পর্কে পর্যটক থেকে গবেষক সকলেই প্রাথমিক তথ্য পাবেন। ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলির মধ্যে একাদশ শতকের জটার দেউল, ১৬৭০ শকাব্দে নির্মিত মন্দিরবাজারের কেশবেশ্বরের মন্দির, জয়নগরের গোপাল জিউয়ের মন্দির, দেববেড়িয়ার মন্দির, চিনা মন্দির, বাওয়ালিয়ার একগুচ্ছ মন্দির, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি জড়িত গোসাবার হ্যামিলটনের কাঠের বাংলো, কুলপিতে মান্না বিবির সমাধি মন্দির, ঘুঁটিয়ারি শরিফ, বহড়ুতে ফ্রেসকো শিল্পের শ্যামসুন্দর জিউয়ের মন্দির সম্পর্কেও এ যাবৎ প্রাপ্য প্রায় সব তথ্যই আমার কলমে তুলে ধরতে চাই। শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি জড়িত বারুইপুরের মহাপ্রভুতলা ও ছত্রভোগ, নেতড়ায় নীলরতন সরকার ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ি, ফলতায় জগদীশচন্দ্র বসুর স্মৃতি জড়িত গবেষণা কেন্দ্র ও উদ্যান, রবীন্দ্র স্মৃতি জড়িত গোসাবার বাংলো, বারুইপুর ও জয়নগরে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি জড়িত বাড়ি, কোদালিয়ায় সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়ি, তারাশঙ্করের স্মৃতি জড়িত বজবজের খুকি মা কালী, ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দের স্মৃতি জড়িত বজবজ পুরাতন স্টেশন সম্পর্কেও নানা তথ্য। ইতিহাস গবেষক বিমল পণ্ডিতের মতে, "অতীতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক কাজ হয়েছে। তবে অনেকেই কিন্তু জানিনা এই জেলার নাম

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

আবারও হুমকির মুখে সালমান

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আবারও হুমকির মুখে পড়েছেন বলিউড ভাইজান সালমান খান। ফেসবুক পোস্টে পরোক্ষভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছে তাকে। তারপরই দ্রুত ভাইজানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে মুম্বাই পুলিশ। পাশাপাশি তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণৈর হুমকির পরে এরই মধ্যে সালমানকে 'ওয়াই প্লাস' নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে মুম্বাই পুলিশের পক্ষ থেকে।

রবিবার গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণৈ নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে ফেসবুকে একটি মেসেজ পোস্ট করা হয়েছে। তাতে পাঞ্জাবি গায়ক-অভিনেতা জিপ্পি গ্রেওয়ালের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে, আপনি সালমান খানকে ভাই সম্বোধন করেন। এবার আপনার 'ভাইকে' এসে আপনাকে রক্ষা করতে হবে। এ মেসেজটা সালমান খানের জন্যও। এ ভুল ধারণায় থাকবেন না যে, দাউদ এসে আপনাকে রক্ষা করবে। কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। সিধু মুসেওয়ালার মৃত্যু নিয়ে আপনার নাটকীয় জবাব অদেখা ছিল না। আমরা সকলে জানি, উনি কী ধরনের লোক ছিলেন এবং কীরকম অপরাধ জগতের সঙ্গে তার যোগ ছিল। এবার আপনি আমাদের রাডারে চলে এসেছেন। এটাকে ট্রেলার হিসেবে নিন। পুরো সিনেমাটি শিগগির মুক্তি পাবে। পৃথিবীর যে কোনো দেশে উড়ে যান, কিন্তু মনে রাখবেন, মৃত্যুর কোনো ভিসার প্রয়োজন নেই। হঠাৎই তা নিমন্ত্রণ ছাড়াই আসে।

এর আগে গ্রেওয়াল জানিয়েছেন, তার কানাডার ভ্যাঙ্কোভারের বাড়ির বাইরে গুলি চলেছে। যার দায় নিয়েছে বিষ্ণৈ। সেই ঘটনার পর, গ্রেওয়াল বলেছেন, সালমানের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব নেই। অভিনেতার সঙ্গে মাত্র দুবার দেখা হয়েছে তার।

এদিকে নতুন করে হুমকি আসায় বলিউডের ভাইজানকে সতর্ক করে দিয়েছে মুম্বাই পুলিশ। মুম্বাই পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে কোথা থেকে এ পোস্ট করা হয়েছে। জানতে চাওয়া হয়েছে ওই অ্যাকাউন্টটি কি সত্যিই বিষ্ণৈর। যদি সে হয়, তাহলে কে তা পরিচালনা করছে? কারণ এ মুহূর্তে জেলে রয়েছে বিষ্ণৈ। তারা ইন্টারনেট প্রোটোকল অ্যাড্রেস পাওয়ার চেষ্টা করছে।

২০২২ সালের নভেম্বর মাস থেকে, অভিনেতাকে ওয়াই প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া সালমানকে ব্যক্তিগত অস্ত্র সঙ্গে রাখার লাইসেন্সও দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি বুলেট প্রুফ গাড়ি কিনেছেন ভাইজান। এবছরই এপ্রিল মাসে হুমকির মেইল পান সালমানের সহকারী। তার পরেই সালমানের বাড়ি ঘিরে নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেয় মুম্বাই পুলিশ।

বিয়ের পরদিন হাসপাতালে পরমব্রতর স্ত্রী পিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা পরমব্রত বিয়ে করেছেন গতকাল (২৭ নভেম্বর)। এদিকে খবর রটছে বিয়ের পরেরদিনই প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

জানা গেছে, কিডনি স্টোনের চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি যেতে হয়েছে হাসপাতালে। আজই অস্ত্রোপচার হবে কিনা এখনো জানা যায়নি। ২৭ তারিখ রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়েছে তাদের।

তারপর থেকেই চারিদিকে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। তবে শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে পরমব্রত পিয়াকে বলে জানা গিয়েছে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই দুশ্চিন্তায় পরমব্রতের ভক্তরা।

বিয়ে হয়েছে মাত্র ২৪ ঘণ্টা পার হয়েছে। এরই মধ্যে পরমব্রত ও পিয়ার বিয়ে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের খবর চারিদিকে আলোচনা হচ্ছে। এ নিয়ে আলোচনাও হচ্ছে ব্যাপক। অনেকেই দম্পতিকে একসঙ্গে দেখতেও চেয়েছিলেন। তবে তারই মাঝে আচমকা এসেছে একটি খবর।

পরমব্রতর স্ত্রী পিয়াকে নাকি তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খবর আগেই জানা ছিল, কিডনিতে স্টোন ধরা পড়েছে পিয়ার। এমনকী বিয়ের আগের দিনও নাকি যন্ত্রণা যথেষ্ট সমস্যায় ফেলেছিল পিয়াকে। নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতেই সে খবর দিয়েছিলেন পরমব্রতর স্ত্রী। তবে সূত্রের খবর, মঙ্গলবার তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। তবে আজকেই অস্ত্রোপচার নাকি চেক আপের জন্য গিয়েছেন তিনি এখনো জানা যায়নি।

পিয়ার কিডনি স্টোনের খবরেই অনেক ভক্ত তার সুস্থতা কামনা করেছিলেন। তবে বিয়ের পরদিনই এমন খবরে সকলেই খানিক স্তম্ভিত। এমনকী জানা যায় বিয়ের আগের দিন রাতে যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন পিয়া। তাকে হাসপাতালেও নিয়ে যেতে হয়েছিল।

ঐশ্বরিয়ার ১ মিনিট সাক্ষাৎ পেতে যে নায়ক দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ঐশ্বরিয়া রায় মানেই ভক্তদের কাছে সৌন্দর্যের প্রতীক। শুধু সৌন্দর্য নয় অভিনয় গুণেও মুগ্ধ করে রেখেছেন সিনেমাপ্রেমীদের।

এখনো বলিউডের প্রথম সারির নায়িকাদের মধ্যে নাম থাকে এ সুন্দরীর। মেয়ে আরাধ্যার জন্মের পর থেকে সিনেমার সংখ্যা কমিয়ে দিলেও তার অনুরাগীর সংখ্যায় সেই প্রভাব পড়েনি।

এখনো দেশ-বিদেশের ভক্ত-অনুরাগীদের কাছে তার আবেদন আগের মতোই। তার এক ঝলক দেখা পাওয়ার অপেক্ষা করে থাকেন অনুরাগীরা। সাধারণভাবে অনুরাগীদের নিরাশ করেন না তারকারা। তবে এ ক্ষেত্রে নাকি ব্যতিক্রম ঐশ্বরিয়া। মিনিটখানেকের সাক্ষাতের আগে বলিউডের এক অভিনেতাকে নাকি দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়েছিলেন নায়িকা!

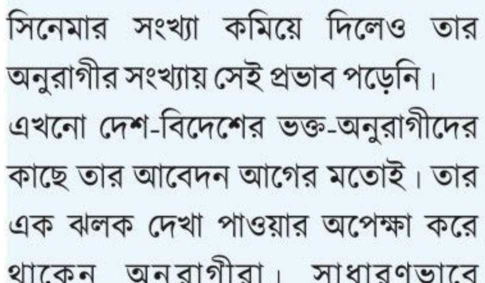

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলিউডের খ্যাতিমান নায়ক ইমরান হাশমি জানান, অনেক বছর আগে ঐশ্বরিয়ার দেখা পাওয়ার আশায় নাকি দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলেন তিনি। ইমরানের ভাষ্য, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনকে দেখে আমার চোখে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল! আমার মনে আছে, আমি তার দেখা পাওয়ার জন্য যা করেছিলাম, তা আর কোনোদিন করিনি। তখন আমি মোহিত সুরির সঙ্গে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করছিলাম। ও নিজেও তখন সহকারী পরিচালকই। আমরা 'রাজ' সিনেমাতে কাজ করছিলাম। তার আগে 'হাম দিল দে চুকে সানাম' সিনেমাতে আমি ঐশ্বরিয়াকে দেখেছিলাম, আর তখনই আমার ঘুম উড়ে গিয়েছিল। আমি শুধু একবার তার দেখা পেতে চেয়েছিলাম। তার জন্য আমি দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলাম তার ভ্যানের বাইরে। আমি কখনো কারও জন্য এমন কাজ করিনি!

ঐশ্বরিয়ার অনুরাগী হলেও পরবর্তীকালে 'কফি উইথ করণ'-এ এসে তাকেই 'প্লাস্টিক বিউটি' বলে উল্লেখ করেছিলেন ইমরান। অভিনেতার সেই মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলে পরে সাফাই দিয়ে তিনি বলেন, আমি খারাপভাবে কিছু বলতে চাইনি। 'কফি উইথ কর্ণ'-এর মতো অনুষ্ঠানে হ্যাম্পার জেতার জন্য এমন উত্তরই দিতে হয়! আদপে তো আমি ঐশ্বর্যার ফ্যান।

ক্যাটরিনার মারামারি দেখে ভয়ে আছেন ভিকি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চলতি মাসেই মুক্তি পেয়েছে ক্যাটরিনা কাইফের অভিনীত নতুন ছবি 'টাইগার ৩'। সেই ছবিতে একাধিক অ্যাকশন দৃশ্যে অভিনয় করেছেন ক্যাট। তবে স্ত্রীকে পর্দায় যত না মুগ্ধ হয়ে দেখেছেন ভিকি, তার থেকেও বেশি ভয় পেয়েছেন!

বিয়ের বয়স দুই বছর হয়ে গেলেও নিজেদের মধ্যে খুনসুটি এখনো সতেজ রেখেছেন ভিকি ও ক্যাট। স্ত্রী তার থেকে বয়সে বছর পাঁচেকের বড়, পাশাপাশি অভিনয় জীবনেও পেশাদার হিসাবে ক্যাটের অভিজ্ঞতা ভিকির চেয়ে বেশি। সংসারে শান্তি বজায় রাখতে ক্যাটকে যে কিছুটা সমঝে চলেন ভিকি, তা একাধিকবার জনসমক্ষে স্বীকার করেছেন পর্দার 'স্যাম বাহাদুর'।

ক্যাটকে কিছু ক্ষেত্রে রীতিমতো ভয় পান তিনি, এমন কথাও বলেছেন ভিকি। সম্প্রতি 'টাইগার ৩' ছবি দেখার পর নাকি আরও ভয়ে আছেন অভিনেতা।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ভিকি বলেন, আমি কিছু দিন আগে ক্যাটরিনার পাশে বসেই 'টাইগার ৩' দেখছিলাম। ছবিতে তোয়ালে জড়িয়ে ওর মারামারি করার যে দৃশ্যটা আছে, সেটা দেখে আমি তো অবাক। আমি নিজেই ওকে কানে কানে বললাম, 'আমি আর বাড়িতে তোমার সঙ্গে কোনো কিছু নিয়ে তর্ক করব না। আমি চাই না তুমি আমাকেও এমনভাবে পেটাও!

ক্যাটের সঙ্গে নিজের সমীকরণ নিয়ে এর আগেও বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে খোলামেলাভাবে কথা বলেছেন ভিকি। একে অপরের সঙ্গে মজা করতে ভালোবাসেন তারা। এতে তাদের সম্পর্ক সতেজ থাকে।

অসি সফরে পাকিস্তানের

১৮ সদস্যের দলের জন্য ১৭ সাপোর্ট স্টাফ!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে বিশ্বকাপে ব্যর্থতার জেরে পাকিস্তান ক্রিকেটে বেশ উলটপালট হয়েছে। সাপোর্ট স্টাফরা অনেকে চাকরি হারিয়েছেন, অনেকে ছেড়েছেন দায়িত্ব। বদলেছে অধিনায়কও।

সামনে ১৪ ডিসেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ। এই সফরের জন্য আগেই ১৮ সদস্যের দল ঘোষণা করে পাকিস্তান। এবার এই দলের সঙ্গে যাওয়ার জন্য ১৭ সদস্যের টিম ম্যানেজম্যান্টের নাম ঘোষণা করলো পিসিবি।

১৮ সদস্যের দলের জন্য ১৭ সদস্যের সাপোর্ট স্টাফ! শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্য। পাকিস্তান এমন একঝাঁক সাপোর্ট স্টাফ নিয়ে উঠবে অস্ট্রেলিয়ার বিমানে।

দলের ম্যানেজার হিসেবে যাচ্ছেন নাভিদ আকরাম চিমা, ডিরেক্টর হিসেবে যাবেন মোহাম্মদ হাফিজ। ব্যাটিং কোচ হিসেবে থাকছেন অ্যাডাম হলিওক। হাই পারফরম্যান্স কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সাইমন গ্রান্ট হেলমট।

পেস বোলিং কোচ হিসেবে থাকবেন উমর গুল। স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে দায়িত্বে থাকবেন সাঈদ আজমল। ফিল্ডিং কোচ হিসেবে থাকছেন আব্দুল মজিদ। পাশাপাশি সহকারী ব্যাটিং কোচ হিসেবে শাহিদ আসলাম, সহকারী টিম ম্যানেজার মানসুর রানা, স্ট্রেন্থ এবং কন্ডিশনিং কোচ হিসেবে থাকছেন ড্রিকুস সাইমন।

ফিজিওথেরাপিস্টের দায়িত্ব সামলাবেন ক্লিফ ডিয়েকন। এছাড়াও থাকবেন তালহা ইজাজ (টিম অ্যানালিস্ট), আখতার হুসেন (সিকিউরিটি ম্যানেজার), রাজা রশিদ কিচলু (মিডিয়া ম্যানেজার), আম্মার এহসান (ভিডিওগ্রাফার), ডা. সোহেল সালিম (টিম ডাক্তার) এবং মালাঙ্গ আলি (টিম ম্যাসিওর)।

ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসের এই সফরের জন্য ১৮ সদস্যের দল আগেই ঘোষণা করেছিল পিসিবি। এই দলকে নেতৃত্ব দেবেন শান মাসুদ। অধিনায়ক হিসেবে এটাই তার প্রথম সিরিজ।

পাকিস্তান দল পার্থে তাদের প্রথম টেস্ট খেলবে ১৪-১৮ ডিসেম্বর। দ্বিতীয় টেস্ট ২৬-৩০ ডিসেম্বর। খেলা হবে মেলবোর্নে। শেষ টেস্টটি হবে সিডনিতে। খেলা হবে ২০২৪ সালের ৩-৭ জানুয়ারি।

৩০ নভেম্বর লাহোর থেকে পাকিস্তানের পুরো দল রওয়ানা দেবে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে।

প্রতিটি ম্যাচে মায়ের স্মৃতি

মনে পড়তো কামিন্সের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের খেলতে আসার আগে মা-কে হারিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন কামিন্সের মা, মারিয়া।

এবার বিশ্বজয় করে নিজ দেশে ফিরেছেন বিজয়ীর বেশে। সেখানে নিজস্ব কৌতূহলে কামিন্সকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন সাংবাদিকরা।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক্সে (সাবেক টুইটার) এবিসি স্পোর্টস নামের একটি একাউন্ট থেকে একটি ভিডিও ক্লিপ পোস্ট করা হয়। সেখানে দেখা যায়, কামিন্সের মাতৃবিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন করছেন উপস্থাপক।

সেখানে প্যাট কামিন্স বলেছেন, 'ক্রিকেট চিরকাল আমাদের পরিবারের একটি বড় অংশ ছিল। আমাদের প্রাচীনতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে দেখানো সম্মান এবং ভালবাসা পাওয়াটা সত্যিই বিশেষ কিছু ছিল। আমি প্রতিদিন তার (মা) কথা চিন্তা করি। তিনি এই বছরের আগে অনেক সাফল্য দেখেছেন। আমি তার একটি বিশাল অংশ এবং আমি নিশ্চিত যে, তিনি সত্যিই (শিরোপা জেতার কারণে) গর্বিত হবেন।'

কামিন্স তার সাফল্যের জন্য সব সময় তার পিতামাতাকে কৃতিত্ব দেন। অসি অধিনায়ক বলেন, 'মা এবং বাবা সর্বদা আমাদের মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন যে, আমরা এই দেশে বাস করতে পেরে কতটা ভাগ্যবান এবং আমাদের কাছে থাকা সমস্ত সুযোগ রয়েছে। যদিও আমরা বিশাল পৃথিবীর সামান্য অংশ, তবু আপনাকে চোখ খুলে সবকিছু দেখতে হবে।'

লেন্সকে উড়িয়ে দিলো আর্সেনাল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ড্র হলে শেষ ষোলো নিশ্চিত, জিতলে গ্রুপ সেরা- এমন সমীকরণ নিয়ে মাঠে নামে আর্সেনাল। আর দ্বিতীয় সমীকরণ মেলাতেই আর্সেনালের তাণ্ডবে স্রেফ ভেসে গেছে ফরাসি ক্লাব লেন্স। ৬-০ গোলের জয়ে গ্রুপ সেরা হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউট পর্বে পা রাখলো মিকেল আর্তেতার দল। ২৯ নভেম্বর ঘরের মাঠ এমিরেটস স্টেডিয়ামে আর্সেনালের গোল উৎসব শুরু হয় ম্যাচের ত্রয়োদশ মিনিটে। গোলমুখ বল পেয়ে বাঁ পায়ের জোরালো শটে দলকে এগিয়ে নেন কাই হাভার্টজ। তার পথ ধরে ২১তম মিনিট ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড জেসুস। পরের ছয় মিনিটে লেন্সের উপর দিয়ে স্রেফ ঝড় বইয়ে দেয় আর্সেনাল। বুকায়ো সাকা ও মার্তিনেল্লি দুই বার লেন্সের জালে বল জড়ালে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিয়ে নেয় আর্সেনাল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে সংখ্যাটা পাঁচে নিয়ে যায় মার্টিন ওডেগোর। তাতে ৫-০ গোলের লিড নিয়ে বিরতিতে যায় 'গানার্স'রা।

দ্বিতীয়ার্ধে গোলের জন্য তেমন একটা চেষ্টা করেনি আর্সেনাল। এর মধ্যেই ম্যাচের ৮৩তম মিনিটে পেনাল্টি পায় তারা। বক্সে লেন্সের আব্দুকোদির খুশানোভের হাতে বল লাগলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। জর্জিনিয়োর সফল স্পট কিকে বড় জয় নিশ্চিত হয়ে যায় প্রিমিয়ার লিগের দলটির।

ভারত শিগগিরই

একটি বিশ্বকাপ জিতবে: রবি শাস্ত্রী

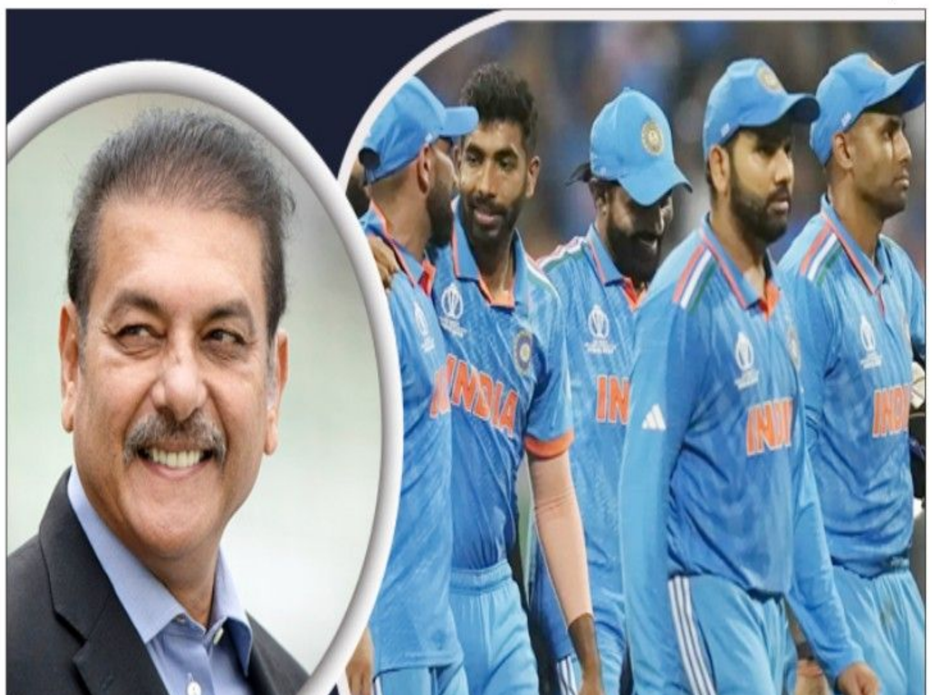

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে হট ফেবারিট ছিল ভারত। ঘরের মাঠে খেলা, রোহিত শর্মার দলও ছিল দুর্দান্ত ছন্দে। টানা ১০ ম্যাচ জিতে তারা উঠেছিল ফাইনালে।

কিন্তু একটা খারাপ দিন সব শেষ করে দিলো। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে নিজেদের ব্যাটিংটা করতে পারলো না ভারত। ২৪০ রানে গুটিয়ে গিয়ে শিরোপাস্বপ্ন জলাঞ্জলি দিলো ৭ উইকেটের হারে।

পুরো টুর্নামেন্টে ভালো খেলে ফাইনালে এমন পরাজয়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। ম্যাচের পর মোহাম্মদ সিরাজ, বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার চোখে দেখা যায় জল।

তবে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার, জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার ও কোচ রবি শাস্ত্রী মনে করছেন, হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ভারত খুব শিগগিরই একটি বিশ্বকাপ জিতবে।

রবি শাস্ত্রী বলেন, 'এটি (ফাইনালে হার) হৃদয়বিদারক ছিল। কিন্তু আমাদের অনেক ছেলেরা শিখবে, খেলা এগিয়ে যায় এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে ভারত খুব শিগগিরই একটি বিশ্বকাপ জিতবে। এটি ৫০ ওভারের ক্রিকেটে সহজে নাও হতে পারে কারণ আপনাকে দল পুনর্গঠন করতে হবে। তবে ২০ ওভারের ক্রিকেটে, পরেরটিতে ভারত খুব গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জার হবে। কারণ তারা ভালো ছন্দে রয়েছে। এটি খেলার একটি ছোট ফরম্যাট। আপনার ফোকাস সেদিকে হওয়া উচিত।'

তিনি যোগ করেন, 'সত্যি বলতে, এটা এখনও বাইরে থেকে কষ্ট দেয় যে আমরা কাপ জিততে পারিনি। কিন্তু আমরা সবচেয়ে শক্তিশালী দল ছিলাম। কোনো কিছুই সহজে আসে না। এমনকি কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচিন টেন্ডুলকরকেও একটি বিশ্বকাপ জেতার জন্য ছয়টি বিশ্বকাপ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আপনি একটি বিশ্বকাপ সহজেই জিততে পারবেন না। একটি বিশ্বকাপ জিততে হলে আপনাকে সেই বিশেষ দিনটিতে খুব ভালো হতে হবে।'

টাইব্রেকারে হারল আর্জেন্টিনা, ফাইনালে জার্মানি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অগাস্টিন ফ্যাবিয়ান রবার্তোর দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিকের পরও টাইব্রেকারে এসে হারতেই হলো আর্জেন্টিনাকে। রুদ্ধশ্বাস ৬ গোলের লড়াইয়ে নাটকীয়ভাবে ম্যাচে ফিরলেও ভাগ্যটা যেন তাদের সঙ্গে ছিল না। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে ৩-৩ সমতায় থাকা ম্যাচে জার্মানির কাছে টাইব্রেকারে ৪-২ ব্যবধানে হেরে বিদায় হয়ে গেছে আর্জেন্টিনার, ফাইনালে উঠে গেছে জার্মানি।

জার্মানি-আর্জেন্টিনা দুই দলই সমানে সমান। কেউ যেন কাউকে ছাড় দেয়ার পাত্র নয়। সেমিফাইনালে তাই জার্মানি আর আর্জেন্টিনার মধ্যকার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলো। সেই লড়াইয়ে জার্মানি যখন উৎসবের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক তখনই আর্জেনিটনা নাটকীয়ভাবে ম্যাচে ফিরলো। ৩-২ গোলে পিছিয়ে থাকা আর্জেন্টিনা নির্ধারিত সময়ের সাত মিনিট পর (৯০+৭) গোল করে অবিশ্বাস্য এক ড্র করে। ফলে ৩-৩ সমতায় ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ায়।

টাইব্রেকারে প্রথম দুই শটেই গোল করলেও জার্মানি আর আর্জেন্টিনা প্রথম দুই শটই মিস করে। পেনাল্টিতে গোল করতে ব্যর্থ হন আর্জেন্টিনার দশ নম্বর জার্সিধারী ক্লদিও এচেভেরিও। যদিও আর্জেন্টিনার এচেভেরিও আগের ম্যাচে ব্রাজিলের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিল। তৃতীয় শটে জার্মানি আবারও মিস করে। তবে গোল করে আর্জেন্টিনা। তখনও ২-১ ব্যবধান ছিল। আশা ছিল আলবিসেলেস্তেদের।

কিন্তু চতুর্থ শটে জার্মানির ছয় নম্বর জার্সিধারী হেয়ারশয়ি গোল করলে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় তারা, আর্জেন্টিনা গোল করলে হয় ৩-২।তবে শেষ শটেই ছিল সবকিছু। জার্মানি মিস করলে লড়াইয়ে ফিরতে পারতো আর্জেন্টিনা। কিন্তু এবার জার্মানির সাত নম্বর জার্সি প্যারিস ব্রুনার কোনো ভুল করেননি। বল জালে জড়িয়ে নিশ্চিত করেন ফাইনাল।

এর আগে, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের এই ম্যাচে নবম মিনিটে প্যারিস ব্রুনারের গোলেই এগিয়ে গিয়েছিল জার্মানি। ৩৬ মিনিটে সমতা ফেরান আর্জেন্টিনার রবার্তো। প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ের চার মিনিটে আরও এক গোল করে আর্জেন্টিনাকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিলেন রবার্তো। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ৫৮ মিনিটে ব্রুনার এবং ৬৯ মিনিটে ম্যাক্স মুয়েরস্ট্যাট স্তব্ধ করে দেন আর্জেন্টিনাকে। ৩-২ গোলে এগিয়ে থেকে উৎসবের প্রস্তুতি নিচ্ছিল জার্মানরা।

কিন্তু নির্ধারিত সময়ের সাত মিনিট পর নাটকীয় এক গোলে নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করার পাশাপাশি আর্জেন্টিনাকে টাইব্রেকারে নিয়ে যান রবার্তো। দুর্দান্ত এই লড়াইয়ের শেষে এসে চমক দেখিয়েছিল আর্জেন্টিনা। কিন্তু টাইব্রেকার ভাগ্য তাদের সহায় হয়নি। ফলে আরো একবার দারুণ খেলেও ফাইনালে উঠতে না পারার আক্ষেপ নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে মেসি ও ম্যারাডোনার উত্তরসূরিদের।

মডেলকে স্পর্শকাতর প্রস্তাব, নেইমারের এ সম্পর্কটাও ভাঙল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নেইমারের আলুর দোষটাই আবারো কাল হলো। এবার এক মডেলের সাথে করা স্পর্শকাতার চ্যাট ফাঁস হওয়ায় বর্তমান বান্ধবী ব্রুনা বিয়ানকার্দির সাথে ভাঙল তার ঘর। গত মাসে নেইমারের কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন বিয়ানকার্দি। তিনিই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেন, নেইমারের সাথে তিনি আর কোনো সম্পর্কে নেই।

বিয়ানকার্দি লিখেছেন, 'বিষয়টি অত্যন্ত ব্যক্তিগত। আমি আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছি, আর কোনও সম্পর্কের মধ্যে আমি নেই। আমরা মাভির (নেইমারের কন্যার নাম) বাবা-মা। আমাদের সম্পর্ক এতোটুকুই। আশা করি আপনারা আমাকে আর বিব্রত করবেন না।'

এর আগেও বেশ কয়েকবার বিয়ানকার্দি নেইমারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলেছিলেন। নেইমার নিজেও এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন। এবার ব্রাজিলের অনলিফ্যান (প্রাপ্ত বয়স্কদের সাইট) মডেল অ্যালাইন ফারিয়াসের সঙ্গে নেইমারের কথোপকথন ফাঁস হয়েছে। যেখানে নেমার ওই মডেলকে বেশ কিছু অশ্লীল এবং আপত্তিকর প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

চোটের জন্য গত অক্টোবর মাস থেকে মাঠের বাইরে নেইমার। সম্প্রতি তার অস্ত্রোপচার হয়েছে। সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে অন্তত ১০ মাস সময় লাগবে নেমারের। সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালও এই চোটের জন্য নেইমারের সঙ্গে চুক্তি স্থগিত রেখেছে।

সাদা বলের খেলা

থেকে বিরতি নিচ্ছেন কোহলি

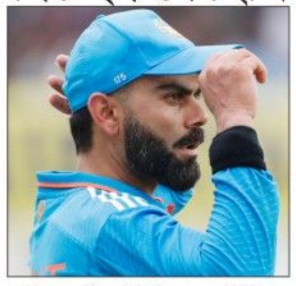

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সাদা বলের খেলা থেকে বিরতি নিচ্ছেন বিরাট কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আসন্ন ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের হয়ে খেলবেন না এই তারকা ব্যাটার।

আগামী ডিসেম্বরে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে তিন ফরম্যাটের সিরিজ খেলা শুরু করবে ভারত। ১০ ডিসেম্বর শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এরপর তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ও সর্বশেষ ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। শেষ টেস্টটি হবে ৩ জানুয়ারি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজকে সামনে রেখে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে (বিসিসিআই) নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন কোহলি। বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী এ তারকা জানিয়েছেন, তিনি ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজে দলের সাথে থাকতে পারবেন না। তবে টেস্ট সিরিজে খেলবেন বলে প্রতিবেদনে বলেছে 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'।

কয়েক দিনের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করবে নির্বাচক কমিটি। যেখানে থাকবে না বিরাট কোহলির নাম। কয়েক মাস টানা খেলার পর বিশ্বকাপ মিশন শেষ করে বর্তমানে লন্ডনে ছুটি কাটাচ্ছেন কোহলি।

তবে কোহলি না খেলার সিদ্ধান্ত নিলে রোহিত শর্মার পক্ষ কোনো ধরনের মন্তব্য পাওয়া যায় নি। যে কারণে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে তিনি খেলবেন কিনা সেটি এখনো অনিশ্চিত। বিশ্বকাপের পরের ছুটিতে ভারতীয় অধিনায়কও যুক্তরাজ্যে আছেন।

বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলেছেন কোহলি। ১১ ম্যাচে ৭৬৫ রান করেছেন এই ডানহাতি টপঅর্ডার। অপরদিকে রোহিত ছিলেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR